প্রথম আলো

তারিখ ... 10 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২৩ কলাম ... ৫ ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব দুর্ভোগে শিক্ষার্থীরা

ময়মনসিংহ অফিস ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির নিয়ন্ত্রণাধীন দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের কারণে দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ওই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় হল ছাড়তে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়েন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ জুন থেকে ওই দুটি পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। বেশ কয়েক দফায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগে গত সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এরপরও অনেক শিক্ষার্থী জরুরি কাজে ক্যাম্পাসে থেকে যান। গত মঙ্গলবার রাতে ওই দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আবারও পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরপর ওই দিন রাতে জরুরি সভা ডেকে গতকাল বুধবার সকাল আটটার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেহ্‌রির সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাইকিং করে হল ত্যাগের ওই নির্দেশনা প্রচার করে। অপ্রস্তুত

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

ছাত্রলীগের দুই পক্ষের

শেষ পৃষ্ঠার পর

অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে গতকাল সকাল ১০টার মধ্যে হল ছাড়েন শিক্ষার্থীরা।

ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জসিম উদ্দিনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোর্শেদুজ্জামান খানের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আধিপত্য নিয়ে গত নভেম্বর থেকে বিরোধ চলে আসছে। এর জের ধরে প্রায়ই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে আসছিল। গত ২৮ জুন থেকে এ নিয়ে বেশ কয়েকবার উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিলে উত্তেজনা বেড়ে যায়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোর্শেদুজ্জামান খান ক্যাম্পাসের একটি বাসায় ইফতার করছেন বলে খবর পেয়ে জেলা ছাত্রলীগের নেতা জসিম উদ্দিনের কর্মীরা সেখানে অবস্থান নেন। ইফতার শেষে বের হওয়ার পর তাঁরা মোর্শেদুজ্জামানের ওপর হামলা করেন। এ সময় তাঁর মোটরসাইকেলটি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এ খবর জানাজানি হলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ মোর্শেদুজ্জামানের পক্ষের প্রায় ১০০ নেতা-কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন কেওয়াটখালী এলাকায় অবস্থিত জসিম উদ্দিনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন। ভাঙচুর শেষে পোলট্রি খামার এলাকা দিয়ে বিকল্প পথে ফিরে আসার সময় অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেন অনেক নেতা-কর্মী। এরই মধ্যে জসিমের পক্ষের কর্মীরা সংগঠিত হয়ে তাঁদের ধাওয়া করলে অনেকে দৌড়ে পালিয়ে যান। সাইফুল ইসলামসহ কয়েকজন আটকা পড়েন। পড়ে এলাকাবাসী তাঁদের ধরে বেধড়ক মারধর করে আটক করে রাখেন। পরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আটক ওই নেতা-কর্মীদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম জানান, সাইফুল ইসলামকে গতকাল উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

এদিকে রাত তিনটায় মাত্র পাঁচ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে সকাল আটটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার পর বিপাকে পড়েন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা জানান, ঈদের ছুটিতে যাওয়ার আগে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে তাঁরা সে সুযোগ পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন। অনেকেই বাড়ি ফিরতে বাস ও ট্রেনের টিকিট না পেয়ে ভোগান্তিতে পড়েন। সকালে হল ছাড়ার সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্রলীগ যা ইচ্ছা তা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এমন ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আলী আকবর বলেন, ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় প্রশাসন হল খালি করতে বাধ্য হলো। জসিম উদ্দিন ও মোর্শেদুজ্জামানের মুঠোফোনের সংযোগ বন্ধ পাওয়ায় এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।